বলদনামা
ও
অন্যান্য গল্প

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

https://lfbooksindia.com

An LF Books India Production

Bolodnama Ebong Onyanyo Golpo
A Collection of Black Humour Stories
written by Palash Bandyopadhyay

First Edition **10 February 2023**
Hard Bound
ISBN 978-93-93629-64-7
Copyright © Palash Bandyopadhyay

Printed at
PRINT-O-PROCESS
15/5, K.B. Sarani, Mall Road, Dum Dum, Kolkata-700080

Published by
LIBER FIERI
C/o. Debnath House, Kabi Sukanta Road,
Nabapally, Barasat, Kolkata – 700126

Cover Artist Rochishnu Sanyal
Book Design Arup Ghatak

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this book may be sold in any manner whatsoever and/or reproduced and transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, except as may be expressly permitted in writing by the publisher.

All communication at liberfieri@gmail.com

INR: 325.00 | US$: 10

সূ চি প ত্র

বলদনামা ১১
কেস জন্ডিস ৩০
আপদ ৩৮
জঙ্গলপুরে অ্যাডভেঞ্চার ৪৪
পেশা ৫৮
বলদেবের ভয়ভীতি এবং... ৬২
সেবকবাবু ৬৯
নিভাত দাদুর থেলো হুঁকো ৭৫
বিজ্ঞানী বিজ্ঞানজিৎ ৯২
জনা পাগলা ১০১
কাচ পোকার টিপ ১০৮
অব্যাখ্যাত ১১৭
অন্যরকম মানুষ ১২৪
দ্বন্দ্ব ১৩০
বনসাই ১৩৪
ফেরা ১৪০

মহারানি ১৪৭
মিউটেশন ১৫৬
টাইম জোন ১৬০
আমার ডানা ফিরিয়ে দাও ১৬৪
নাগরিক ১৭৪
রূপকথা ১৯০
বেড়ি ১৯৬
জয় ২০৫
কুশল ২১২
একটা বিচিত্র প্রেমের গল্প ২১৯

বলদনামা

'ভাইদা তোমার ফোন এসেছে। ধরো।'

ভাইদা অর্থাৎ ব্রজভূষণ খাঁড়া তার চিনার পার্কের বিশাল তিন কামরার ফ্ল্যাটের ডাইনিং ড্রয়িংয়ের এক প্রান্তে সোফায় বসেছিলেন। ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সেমি ফাইনাল খেলা চলছে টিভিতে। মরক্কো বনাম ফ্রান্স। এত রাতে আবার কে ফোন করল? তাও আবার ল্যান্ডফোনে! ব্রজভূষণ নড়লেন না জায়গা থেকে। বড়বাজারে তাঁর জামাকাপড়ের পাইকারি গদি। সকাল দশটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত লাগাতার কাজ করে নিজের গাড়িতে চিনার পার্কের ফ্ল্যাটে ফেরেন। তারপর স্নান করে ফ্রেশ হয়ে এক কাপ চা আর মুড়ি নিয়ে সেই যে টিভির সামনে বসেন, আর উঠতে ইচ্ছে করে না তাঁর। বউ উমাশশী ওখানেই তাঁর খাবার দেন টি টেবিলে। খেয়ে দেয়ে টিভি চালিয়ে তার সামনে বসে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ঢোলেন তিনি। তারপর বউয়ের পচর-পচরে শুতে যান। দাম্পত্য বলতে ওইটুকুই। রাতে এক বিছানায় শোয়া। সকাল থেকে আবার রোলার কস্টার চলবে তাঁর উপর দিয়ে।

ব্রজর বয়স পঞ্চাশ। বাবলুর তেইশ। বাবলু, উমাশশীর মামার বাড়ির দেশ গৌহাটি থেকে কলকাতায় এসেছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। যাতে পরিশ্রম, সুযোগ, বুদ্ধি ও ভাগ্য লাগে। বাবলু মাধ্যমিক পাশ। লম্বায় চার ফুট। ডাম্বেল করে। তাই গুলি গুলি শরীর। ঝুনো নারকোলের মতো ছোট ও শক্ত মাথা। তাতে প্রায় ন্যাড়া গোত্রের ছোট ছোট চুল। এক ঝলক দেখলেই মনে হয় নিরেট বোকা। যাকে চলতি ভাষায় বলে বলদ। কেউ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেই প্রথমেই অদ্ভুত একটা হাসে যে হাসির কোনো মানে নেই। দরকারও নেই।

বাড়ি ফিরে টিভি দেখা ছাড়াও ব্রজর একটা নতুন টাইম পাশ হয়েছে এখন। বাবলুর পিছনে লাগা। এ নিয়ে মাঝে মাঝেই উমাশশীর সঙ্গে তাঁর

কেস জন্ডিস

'ইন্দ্রদা! তোকে যে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলাম সেটা কতদূর?'

'কোন কাজ ভাই? একটু ক্লিয়ার করে বল ভাই।'

'এর মধ্যে ভুলে মেরে দিলি?'

'আর বলিস কেন ভাই! যা গরম পড়েছে। মুরগির ডিম থেকে সব কিছু ছোট হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই আমার মাথা কাজ করে না, তার উপর এখন মেমারির অবস্থাও ঢিলে।'

'মেমারি? সেখানে কে থাকে? তাকে দায়িত্ব দিয়েছ নাকি আমার ব্যাপারে?'

'ধুর গাধা! এ মেমারি সে মেমারি নয়। এতে ও'কার দিয়ে বলে অনেকে। কবে থেকে বলছি ইংরাজিটা শেখ।'

'ওহ্! মানে স্মৃতিশক্তি? সে তোমার কবে ছিল?'

'বাবা! হেব্বি স্মার্ট হয়েছিস দেখছি? অনেক দিন পাছায় লাথ না পড়লে যা হয় আর কী!'

'আহা! ডোন্ট বি হাংরি! তুমি রাগ করলে ভয় লাগে।'

'সেই আর কী! তোর জন্য লাঠি নয়, লাথি থেরাপিই লাগবে। তাহলে বুঝবি হাংরি মানে রাগ নয় ক্ষুধার্থ।'

'ও সব ছাড় না দাদা। আসল কথায় আই। আমার ব্যাপারটা কী হল বল একটু।'

'আরে খেলো যা! আমাকে তো খেটে খেতে হয় রে বাবা! সকালে উঠে মায়ের হোটেলে খেয়ে তোর মতো হাফ প্যান্ট পরে খঞ্জনি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি না যে তোর দেওয়া ঢপের দায়িত্ব মনে রাখব সর্বদা।'

'ওই যে! কাজের কথা বললেই বাহানা মারিস। বলছিলাম আমার বিয়ের জন্য যে মেয়ে দেখতে বলেছিলাম তার কী হল?'

'বাবা! ছেলের শখ দেখ! বিয়ে করবে! হারামজাদা ল্যাংটা নিজে কী

আপদ

সোনাঝুরি গ্রামের সবাই তাকে এক ডাকে অপু নামে চিনত। ভালো নাম অপরেশ চন্দ্র কর্মকার। গ্রামের তথাকথিত 'বুদ্ধিমান' লোকেদের কাছে সে অবশ্য 'আপদ' নামে পরিচিত ছিল। অপুর বাবা শ্রীসাধনচন্দ্র কর্মকার অঞ্চলের সবথেকে বড়লোক ছিলেন। গ্রামের পুব সীমান্ত বরাবর যতদূর চোখ যায় সে সব জমির মালিক ছিলেন সাধন। গোটা বছর তার জমিতে যা যা ফলা সম্ভব সে সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলত। চাল, ডাল, গম, শাক, সব্জি, ফল, সবকিছু। সঙ্গে গরু, মোষ, ছাগল, হাঁস, মুরগিতে জমজমাট ছিল সাধনের ডেয়ারি আর পোল্ট্রি। এসব থেকেও প্রচুর আয় ছিল তাঁর। গ্রামের বড় জামাকাপড়ের দোকান, ওষুধের দোকান, মুদির দোকান, কেরোসিনের ডিলারশিপ, মিষ্টির দোকান, স্টেশনারি, এসবের মালিকও ছিলেন সেই তিনিই। অর্থাৎ সাধন সব অর্থেই গ্রামের সব থেকে বড় মাতব্বর ছিলেন। গ্রামে বিরাট শিবকালী মন্দির করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বিশাল অডিটোরিয়াম করে দিয়েছিলেন। সে ভাবে দেখতে গেলে গ্রামটি সব অর্থেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবং অনেকটাই তাঁর অবদানে। স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, পুলিশ ফাঁড়ি, হাট, বাজার কি ছিল না সেখানে! প্রতিবার বিজয়া দশমীর দিন দুবেলা গ্রামের সব ছেলে বুড়ো তাঁর বাড়িতে পাত পাড়ত। সেদিন এক এলাহি ব্যবস্থা। সব গ্রামবাসী, সব সরকারি কর্মচারী সেদিন তাঁর সম্মাননীয় অতিথি। বিশাল দালান বাড়ির এক কোণে বড় উঁচু একটা ডায়াস বানিয়ে রেখেছিলেন সাধন। সেখানে রাতভর জলসা হত। বিভিন্ন অনুষ্ঠান হত। কলকাতা ও আশপাশের বিখ্যাত গায়কেরা গাইতে আসতেন সেখানে। দু একবার বম্বে থেকেও এসেছিলেন শিল্পীরা। অঞ্চলের শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা পাশাপাশি চেয়ারে বসে খোশগল্প করতেন অনুষ্ঠান দেখার ফাঁকে ফাঁকে। সব দলের সব নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সাধনের। সবাই তার

জঙ্গলপুরে অ্যাডভেঞ্চার

"ব্যাপারটা যতটা সহজ মনে হচ্ছে, ততটা কিন্তু নাও হতে পারে। তাই খুব বেশিদিন ফেলে না রেখে এর সমাধান করা দরকার।"

ঘোঁতন একটা ডাঁসা পেয়ারা চিবুতে চিবুতে টেপির দিকে তাকিয়ে বলল।

"ঠিক বলেছিস ঘোঁতন দাদা। আমারও তোর কাছ থেকে ঘটনাটা শোনার পর এটাই মনে হচ্ছে। বড়দের কারও মাথায় কোনও চিন্তা নেই এটা নিয়ে। কখন যে কী হয়ে যায় ছোট ছোট..."

বলতে চাইছিল, "ছোট ছোট ব্যাপার থেকে।" কিন্তু সর্দিতে তার নাক আর গলা আটকে স্বর আটকে যাওয়ায় সে হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘোঁতন পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে এটা বোঝে, টেপি কি বলতে চায়। তারা দু'জন মিলে একটা টিম। একসঙ্গে কত ছোট বড় অ্যাডভেঞ্চার করেছে এর আগে।

"ঠিক। আমি ঠিক করেছি এ ব্যাপারে আর বড়দের সঙ্গে বেশি আলোচনা করে লাভ নেই। শুধু মোড়লকাকু আর দারোগাকাকুকে চুপিচুপি একটু জানিয়ে রেখে তারপর পরশু দিন থেকে নিজেদের মতো কাজে লেগে পড়ব।"

"কিন্তু ওদের জানানোতেও তো ঝুঁকি আছে, তাই না? তুমি আমি কষ্ট করে সবকিছু বের করলাম, তারপর দেখা গেল, ওঁরা আমাদের পাত্তা না দিয়ে সব কৃতিত্বটা নিজেরা নিয়ে চলে গেল। তখন? পোষাবে সেটা?"

"এ জন্যই তোকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট করেছি। একটু বোকাপাঁঠা টাইপের না হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া যায় না। বড়দের না জানিয়ে কিছু করলে তারা আমাদের পাত্তা দেবে কেন? আমার বুদ্ধি কম, আর তোর বুদ্ধি তো নেই মোটে! ওরা থোড়ি না আমাদের ভরসা করবে! আর কারণ খুঁজব তো আমি! তুই আবার এর মধ্যে কোত্থেকে এলি। শুধু আমার পিছন পিছন ঘুরবি তাহলেই হবে। বেশি মাতব্বরি করিস না।"